দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

৫ম শ্রেণির সমাপনী বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত নিতে হবে মন্ত্রিসভায়

অনিশ্চয়তায় উদ্বিগ্ন অভিভাবক-শিক্ষার্থী

■ নিজামুল হক

'প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত' এবং '২০১৭ সাল থেকে প্রাথমিক সমাপনী হবে অষ্টম শ্রেণিতে' শিক্ষার দুই মন্ত্রণালয়ের এই যৌথ ঘোষণার পর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। অভিভাবকদের বক্তব্য, 'প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত'— এই সিদ্ধান্তের পর এবার কেন ৫ম শ্রেণিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠিত হবে। অভিভাবকদের এই বক্তব্যের কারণ, এবার যারা ৫ম শ্রেণিতে সমাপনী দেবে তাদের অষ্টম শ্রেণিতে গিয়েও সমাপনী দিতে হবে। এক শিক্ষার্থী কেন একই পরীক্ষা দুইবার দেবে।

এছাড়া ইতিমধ্যে যারা সমাপনী পরীক্ষা দিয়ে বর্তমানে সপ্তম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে তাদের কি আবার অষ্টম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা দিতে হবে? এ প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে অসংখ্য অভিভাবকের মনে। অভিভাবকদের এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাবও দিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। মন্ত্রী পরিষদের সভার মাধ্যমেই এসব প্রশ্নের সমাধান হবে এমনটি বলছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সচিব। তবে এভাবে হুট করে ঘোষণা দেয়ায় ঝামেলা তৈরি হয়েছে এবং এর ফলে ভোগান্তি, হয়রানি শিকার হতে হবে শিক্ষার্থীদেরই— এমনটি বলছেন সংশ্লিষ্টরা। যেসব প্রশ্ন তৈরি হয়েছে তার উত্তরও পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

৫ম শ্রেণির সমাপনী বিলুপ্তির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেই মন্ত্রণালয়ের কাছে।

ইতিমধ্যে আন্দোলনের মাঠে রয়েছেন অভিভাবকরা। ৫ম শ্রেণি পড়ুয়া প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থীও রয়েছে শংকায়। এবার কেন সমাপনী হবে, আবার না হলে স্কুলগুলোকে কেন বাধ্যতামূলক কোচিং, বাড়তি টিউশন ফি গুনতে হবে। রমজানে স্কুল ছুটি হলেও ৫ম শ্রেণিতে কেন এখনও কোচিং চলবে। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে ৫ম শ্রেণি পড়ুয়া শিশু শিক্ষার্থীরা।

তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মো: হুমায়ুন খালিদ গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, এবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পুরো প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে মন্ত্রণালয়। আবার মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত এলে পরীক্ষা বাতিলও করা যাবে। 'অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর' এটা ঘোষণা হয়েছে মাত্র। তবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন শুরু হলেই পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে অবহিত করবে মন্ত্রণালয়। আগামী দু'-এক মাসেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে এমনই ইঙ্গিত দেন তিনি। অভিভাবকদের আন্দোলন সম্পর্কে মন্ত্রণালয় অবগত রয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ইত্তেফাককে জানান, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা না নেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে চলতি বছর, নাকি আগামী বছর থেকে পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষা তুলে দেয়া হবে সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা চালু হওয়ায় তা বিলুপ্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও মন্ত্রিসভা থেকেই নেয়া হবে। তিনি বলেন, আমরা চাই প্রাথমিক সমাপনী একটি হবে, আর তা অষ্টম শ্রেণিতে।

মন্ত্রী বলেন, যেহেতু মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল তাই উভয় মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা) একটি মতামত সেখানে (মন্ত্রিসভায়) যাবে। চলতি বছর পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষা হবে কিনা— এ প্রশ্নে তিনি বলেন, চেষ্টা করছি কত দ্রুত এটা করতে পারি। এখনও ছয় মাস সময় আছে। এ বছরই যেন বাস্তবায়ন করতে পারি সে চেষ্টা করব। অভিভাবকদের আন্দোলনের প্রয়োজন নেই, যা সিদ্ধান্ত হবে যথাসময়েই জানিয়ে দেয়া হবে জানান মন্ত্রী।

তবে মন্ত্রণালয়ের বক্তব্যে স্পষ্ট কিছু দেখছেন না অভিভাবকরা। তাদের বক্তব্য, যা বলার এখনই বলুন। ঘোষণা দেয়া হোক, এবছর থেকেই সমাপনী ৫ম শ্রেণিতে নয়। শিক্ষার্থীদের আর দুশ্চিন্তায় রাখা যাবে না। আর এ দাবিতেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চলমান আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ভিকারুননিসা নূন, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, মরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এ্যান্ড কলেজসহ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এখন প্রতিদিনই কর্মসূচি পালন করছেন।

অভিভাবকরা বলেছেন, যেহেতু সরকার ইতিমধ্যে পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেহেতু এ সিদ্ধান্ত এ বছর থেকেই কার্যকর করতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের দাবিগুলো সরকারের সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছি। এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে সরকারকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। অন্যথায় আমরা কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। অভিভাবকরা বলেন, ২০০৯ সালে প্রবর্তিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বিগত ৭ বছরের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের জন্য কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনতে পারেনি। বরং এ পরীক্ষার যাঁতাকলে কোমলমতি শিশুরা বনসাই হয়ে বেড়ে উঠছে। পরীক্ষার নামে শিশুরা আতঙ্কগ্রস্ত। এ পরীক্ষা কেড়ে নিচ্ছে শিশুদের মূল্যবান সময় ও আনন্দময় শৈশব। রমজান মাসেও তাদের প্রতিদিন কোচিং করতে হচ্ছে। এই সার্টিফিকেটের যদি কোন মূল্যায়নই না থাকে তবে এই বছর কেন আমাদের বাচ্চারা পরীক্ষা দেবে।

তবে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, প্রাথমিক সমাপনী অষ্টম শ্রেণিতে হলেও এ পরীক্ষা বোর্ডগুলোরই নিতে হবে। কারণ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন বোর্ড নেই। অনলাইনে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা ফল ঘোষণা করছি। তাই প্রাথমিক শিক্ষা অন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বোর্ডই আগামী ২/৩ বছর এ পরীক্ষা নেবে। আমাদের এভাবেই নির্দেশনা দেয়া আছে।